৩১। কুমারেরা দিগ্বিজয় যাত্রায় বেরিয়ে প্রথমে কোথায় উপস্থিত হয়েছিল? সেখানে কুমারেরা প্রথম কাকে দেখেছিলেন?

উঃ কুমারেরা দিগ্বিজয় যাত্রায় বেরিয়ে প্রথমে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে কুমারেরা অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিহ্নযুক্ত, কালো লৌহসদৃশ কঠিন দেহযুক্ত ও গলায় যজ্ঞসূত্র বিশিষ্ট এক কিরাতকে দেখেছিলেন।

৩২। 'ভূসুরভাব' ও 'হেতিহতি' শব্দ দুটির অর্থ কি?

উঃ 'ভূসুরভাব' শব্দের অর্থ— ব্রাহ্মণভাব এবং 'হেতিহতি' শব্দের অর্থ হল— অস্ত্র প্রহার চিহ্ন।

৩৩। কে, কার পরামর্শে কুমারদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলো?

উঃ মগধের রাজা রাজহংস ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি বামদেবের পরামর্শে কুমারদের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩৪। নারীরত্ন বলতে কাকে বলা হয়েছে? উক্ত রত্নটি কার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলো?

উঃ নারীরত্ন বলতে কালিন্দীকে বলা হয়েছে। উক্ত রত্নটি অর্থাৎ কালিন্দী মাতঙ্গের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলো।

৩৫। 'দ্বিজোপকৃতিঃ' এর উৎস কি? পদটির ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো।

উঃ 'দ্বিজোপকৃতিঃ' এর উৎস দণ্ডী বিরচিত 'দশকুমারচরিতম্', নামক গদ্যকাব্য। 'দ্বিজস্য উপকৃতিঃ' ইতি দ্বিজোপকৃতিঃ —ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

৩৬। 'বালে কশ্চিদ্দিব্যদেহধারী মানবো নবো বল্লভ স্তব ভূত্বা সকলং রসাতলং পালয়িষ্যতি'—'বালে' এই সম্বোধন কে কার প্রতি করেছিলো? বক্তব্যটি পরিস্ফুট করো।

উঃ মাতঙ্গ কালিন্দীর প্রতি এরূপ সম্বোধন করেছিলো। পিতার মৃত্যুর পর কালিন্দী শোকাভিভূতা হলে এক সিদ্ধতাপস কালিন্দীকে দুঃখ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, এক দিব্য দেহধারী মানুষ তার পতিরূপে পাতাল রাজ্য পালন করবে।

৩৭। দশকুমারচরিত কাব্যের উৎস কি?

উঃ মহাকবি দণ্ডী রচিত দশকুমারচরিত কাব্যের উৎস সম্ভবত অধুনা লুপ্ত মহাকবি গুণাঢ্যের বৃহৎকথা নামক গল্পগ্রন্থ।

৩৮। গদ্যকাব্য রচনায় দণ্ডী সংস্কৃত সাহিত্যে কী জন্য বিখ্যাত?

উঃ গদ্যকাব্য রচনায় দণ্ডী সংস্কৃত সাহিত্যে পদলালিত্যের জন্য বিখ্যাত— 'দণ্ডিণঃ পদলালিত্যম্' শব্দসম্ভারে, ভাষার পরিপাট্যে, সার্থক অলংকার প্রয়োগে, ভাব গাম্ভীর্যে, সুললিত শব্দচয়নে দণ্ডীর রচনা শ্রুতি মনোহর হয়ে উঠেছে। একসময়

Scanned by CamScanner

তিনি ব্যাস-বাল্মীকির সমকক্ষ কবিত্বের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৩৯। কার গদ্য রচনা রীতি কবি দণ্ডীকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়?

উঃ হরিষেণের এলাহবাদ প্রশস্তির গদ্যরচনা রীতি কবি দণ্ডীকে প্রভাবিত করে ছিলো বলে মনে হয়।

৪০। রাজহংস কে? সপত্নী তাঁর বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণের কারণ কী?

উঃ মগধরাজ রাজহংস মালবরাজ মানসারের কাছে পরাজিত হয়ে রানি বসুমতীকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৫। 'কুমারচয়ং গাঢ়মালিঙ্গ'— 'কুমারচয়ং' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? তাঁদের কে আলিঙ্গন করলেন?

উঃ এখানে 'কুমারচয়ং' বলতে রাজবাহনাদি দশজন কুমারকে বোঝানো হয়েছে। কুমারগণকে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি বামদেব আশীর্বাদ করে সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

৫২। 'নিজ চরণকমলযুগলমিলন্মধুকরায়মাণ কাকপক্ষম্'— কার চরণ কমলের কথা বলা হয়েছে? 'মধুকরায়নাম কাকপক্ষ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি বামদেবের চরণ কমলের কথা বলা হয়েছে। কুমারগণের কেশরাশি ছিল কাকপক্ষের ন্যায় ঘনকৃষ্ণ মধুকর সদৃশ। মহর্ষির পাদপদ্মে প্রণত হলে কুমারদের ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পাদপদ্মে অর্পিত হলো।

৫৩। শুভ মুহূর্তে সপরিবারং কুমারং বিজয়ায় বিসসর্জ'— এখানে কোন্ কুমারের কথা বলা হয়েছে? তাঁদের কে, কেন বিদায় দিলেন?

উঃ এখানে মহারাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহনের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের অর্থাৎ দশজনকুমারকে মহারাজ রাজহংস দিগ্বিজয়ের জন্য শুভ মূহুর্তে বিদায় দিলেন।

৫৪। রাজবাহন কোন্ শুভ লক্ষণ দেখে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন? কুমারেরা প্রথম কোথায় উপস্থিত হলেন?

উঃ রাজবাহনাদি কুমারেরা মঙ্গলজ্ঞাপক শুভশকুন দর্শন করে দিগ্বিজয় যাত্রা করলেন। রাজকুমারেরা প্রথম বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হলেন।

৫৫। বিন্ধ্যারণ্যবাসী কিরাতদের কীরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল?

উঃ বিন্ধ্যারণ্যে কিরাতগণ গ্রাম্য ধনীপরিবার বা বালক ও স্ত্রীলোকদের অরণ্য মধ্যে ধরে এনে দৈহিকভাবে নিপীড়ন করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করত।

৫৬। 'পুনরপি পূর্বশরীরমনেন গম্যতাম্'—উক্তিটি কে, কাকে করেছেন? কার পূর্বশরীরে গমনের কথা বলা হয়েছে?

উঃ মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ তাঁর সচিব চিত্রগুপ্তকে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন। এখানে মাতঙ্গের পূর্ব শরীরে গমনের কথা বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner